ইউনিয়ন পরিষদের গঠণ ও কার্যাবলীধারা

-৯ঃ পরিষদ সৃষ্টি

১) এ আইন বলবৎ হওয়ার সাথে সাথে বিদ্যমান সকল ইউনিয়ন পরিষদ এ আইনের বিধান অনুযায়ী ইউনিয়ন পরিষদ হিসেবে গঠিত হয়েছে বলে গণ্য হবে।

২) পরিষদ একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হবে এবং এর স্থায়ী ধারাবাহিকতা ও একটি সাধারণ সীলমোহর থাকবে এবং এ আইন ও বিধি সাপেক্ষে, এর স্থাবর ও অস্থাবর উভয় প্রকার সম্পত্তি অর্জন করার, অধিকারে রাখার ও হস্তান্তর করার ক্ষমতা থাকবে এবং তা নিজ নামে মামলা দায়ের করতে পারবে অথবা এর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা যাবে।

৩) পরিষদ এ আইন দ্বারা প্রদত্ত ক্ষমতা, কার্যাবলি এবং দায়িত্ব পালন করবে।

ধারা-১০ঃ পরিষদ গঠন

১) ইউনিয়ন পরিষদ ১ (এক) জন চেয়ারম্যান ও ১২ (বার) জন সদস্য নিয়ে গঠিত হবে যাদের ৯ (নয়) জন সাধারণ আসনের সদস্য ও ৩ (তিন) জন সংরক্ষিত আসনের সদস্য হবেন।

২) উপ-ধারা (৩) এর বিধান সাপেক্ষে, চেয়ারম্যান ও সাধারণ আসনের সদস্যগণ এ আইন ও বিধি অনুসারে প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হবেন।

৩) প্রত্যেক ইউনিয়ন পরিষদে শুধুমাত্র মহিলাদের জন্য ৩(তিন)টি আসন সংরক্ষিত থাকবে, যা সংরক্ষিত আসন বলে অভিহিত হবে এবং উক্ত সংরক্ষিত আসনের সদস্যগণও এ আইন ও বিধি অনুসারে প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, উপ-ধারা (১) এর বিধান অনুসারে ৯(নয়)টি সাধারণ আসনের সদস্য নির্বাচনে মহিলা প্রার্থীদের সরাসরি অংশগ্রহণকে বারণ করবে না।

৪) ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান উক্ত পরিষদের একজন সদস্য বলে গণ্য হবেন।

৫) ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ সরকার কর্তৃক নির্ধারিত সম্মানী পাবেন।

৬) এ আইনের অধিনে গঠিত প্রত্যেক ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদস্যদের নাম সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপিত হবে।

৭) সরকার ইউনিয়নে কর্মরত সকল সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের উপর পরিষদের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা প্রজ্ঞাপন দ্বারা নির্ধারণ করবে।

ধারা-১১ঃ ইউনিয়ন গঠন

১. ডেপুটি কমিশনার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, নির্ধারিত পদ্ধতিতে কতকগুলি গ্রাম বা সংলগ্ন মৌজা বা গ্রামের সমন্বয়ে ১ (এক) টি ওয়ার্ড এবং ৯ (নয়) টি ওয়ার্ডের সমন্বয়ে একটি ইউনিয়ন ঘোষণা করবেন।

২. উপ-ধারা (১) এর অধীন ঘোষিত ইউনিয়ন ডেপুটি কমিশনার কর্তৃক নির্ধারিত নামে অভিহিত হবে ঃতবে শর্ত থাকে যে, ইউনিয়নের নামকরণ কোন ব্যক্তির নামে হবে না।

৩. উপ-ধারা (১) অনুযায়ী জারিকৃত প্রজ্ঞাপনে ইউনিয়নের ওয়ার্ডসমূহের ক্রমিক নম্বর এবং উক্ত ওয়ার্ডের স্থানীয় সীমানা নির্দিষ্ট করতে হবে।

৪. সরকার প্রত্যেক ওয়ার্ড ও ইউনিয়নের লোক সংখ্যা নির্ধারণ করবে।

৫. ডেপুটি কমিশনার যেরূপ অনুসন্ধান করা উপযুক্ত মনে করবেন, সেরূপ অনুসন্ধান করে পরিষদ গঠন করার পর, প্রজ্ঞাপন দ্বারা-

(ক) কোন ওয়ার্ড হতে যে কোন মৌজা বা গ্রাম বা তার অংশ বিশেষ বাদ দিতে পারবেন ;

(খ) কোন ইউনিয়ন বা ওয়ার্ডকে একাধিক ইউনিয়ন বা ওয়ার্ডে বিভক্ত করতে পারবেন ; বা

(গ) কোন ইউনিয়ন বা ওয়ার্ড এবং তার সংলগ্ন এলাকাকে অন্তর্ভুক্ত করে একটি ইউনিয়ন বা ওয়ার্ড পুনর্গঠন করতে পারবেনঃ

তবে শর্ত থাকে যে, উপ-ধারা (১) অনুসারে কোন ইউনিয়ন পরিষদ তার এলাকাভুক্ত এবং বাতিলকৃত কোন ওয়ার্ডের প্রতিনিধিত্ব না থাকার কারণে উক্ত পরিষদ গঠনের বৈধতা ক্ষুন্ন হবে না।

ইউনিয়ন পরিষদের কার্যাবলী

স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন, ২০০৯ এর অষ্টম অধ্যায় এর ধারা ৪৭ অনুযায়ী ইউনিয়ন পরিষদের প্রধান কার্যাবলী নিন্মরূপঃ **৪টি**

(ক) প্রশাসন ও সংস্থাপন বিষয়াদি;

(খ) জনশৃংখলা রক্ষা;

(গ) জনকল্যাণমূলক কার্য সম্পর্কিত সেবা এবং

(ঘ) স্থানীয় অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন সম্পর্কিত

পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন।

ধারায় উল্লেখিত প্রধান কার্যাবলীর উপর ভিত্তি করে পরিষদের কার্যাবলী দ্বিতীয় তফসিলে উল্লেখ করা হয়। দ্বিতীয় তফসিল অনুযায়ী পরিষদের কার্যাবলী নিন্মরূপ ঃ ৩৯টি

১। পাঁচশালা ও বিভিন্ন মেয়াদী উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরী

২।পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন, সংরক্ষণ ও রক্ষণাবেক্ষণ

৩। শিক্ষা এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা কার্যক্রম সম্পর্কিত

৪। স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কিত কার্যক্রম বাস্তবায়ন

৫। কৃষি, মৎস্য ও পশুসম্পদ ও অন্যান্য অর্থনৈতিক উন্নয়নে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ

৬। মহামারী নিয়ন্ত্রণ ও দূর্যোগ ব্যবস্থাপনায় প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ

৭। কর, ফি, টোল, ফিস ইত্যাদি ধার্যকরণ ও আদায়

৮। পারিবারিক বিরোধ নিরসন, নারী ও শিশু কল্যাণ সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় কার্যক্রম সম্পাদন

৯। খেলাধুলা, সামাজিক উন্নতি, সংস্কৃতি ইত্যাদি কার্যক্রমে

১০। পরিবেশ উন্নয়ন ও সংরক্ষণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।

১১। আইন শৃংখলা রক্ষায় সরকারের অর্পিত দায়িত্ব পালন ও প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ।

১২। জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধীকরণ

১৩। সরকারি স্থান, উন্মুক্ত জায়গা, উদ্যান ও খেলার মাঠের হেফাজত করা

১৪। ইউনিয়ন পরিষদের রাস্ড়ায় ও সরকারি স্থানে বাতি জ্বালানো।

১৫। বৃক্ষরোপণ ও সংরক্ষণ এবং বৃক্ষসম্পদ চুরি ও ধ্বংস প্রতিরোধ।

১৬। করবস্থান, শশ্মান, জনসাধরণের সভার স্থান ও অন্যান্য সরকারি সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনা

১৭। জনপথ, রাজপথ ও সরকারি স্থানে অনধিকার প্রবেশ রোধ এবং এসব স্থানে উৎপাত ও এর কারণ বন্ধ করা।

১৮। জনপথ ও রাজপথের ক্ষতি, বিনষ্ট বা ধ্বংস প্রতিরোধ করা

১৯। গোবর ও রাস্তার আবর্জনা সংগ্রহ, অপসারণ ও ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা।

২০। অপরাধমূলক ও বিপজ্জনক ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ।

২১। মৃত পশুর দেহ অপসারণ ও নিয়ন্ত্রণ এবং পশু জবাই নিয়ন্ত্রণ।

২২। ইউনিয়নে নতুন বাড়ি, দালান ও পুনঃনির্মাণ এবং বিপজ্জনক দালান নিয়ন্ত্রণ।

২৩। কূয়া, পানি তোলার কল, জলাধার, পুকুর এবং পানি সরবরাহের অন্যান্য উৎসের ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণ

২৪। খাবার পানির উৎসের দূষণ রোধ এবং জনস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর সন্দেহযুক্ত কূপ, পুকুর বা পানি সরবরাহের অন্যান্য স্থানের পানি ব্যবহার নিষিদ্ধ করা।

২৫। খাবার পানির জন্য সংরক্ষিত কূপ, পুকুর বা পানি সরবরাহের অন্যান্য স্থানে বা নিকটবর্তী স্থানে গোসল, কাপড় কাঁচা বা পশু গোসল করানো নিষিদ্ধ বা নিয়ন্ত্রণ করা।

২৬। পুকুর বা পানি সরবরাহের অন্যান্য স্থানে বা নিকটবর্তী স্থানে শন, পাট বা অন্যান্য গাছ ভিজানো নিষিদ্ধ বা নিয়ন্ত্রণ করা।

২৭। আবাসিক এলাকার মধ্যে চামড়া রং করা বা পাকা করা নিষিদ্ধ বা নিয়ন্ত্রণ করা।

২৮। আবাসিক এলাকার মাটি খনন করে পাথর বা অন্যান্য বস্তু উত্তোলন নিষিদ্ধ বা নিয়ন্ত্রণ করা।

২৯। আবাসিক এলাকায় ইট, মাটির পাত্র বা অন্যান্য ভাটি নির্মাণ নিষিদ্ধ বা নিয়ন্ত্রণ করা।

৩০। অগ্নি, বন্যা, শিলাবৃষ্টিসহ ঝড়, ভূমিকম্প বা অন্যান্য প্রাকৃতিক দূর্যোগ মোকাবেলায় প্রয়োজনীয় তৎপরতা গ্রহণ ও সরকারকে সার্বক্ষনিক সহায়তা প্রদান।

৩১।বিধবা, এতিম, গরীব ও দুঃস্থ ব্যক্তিদের তালিকা সংরক্ষণ ও সাহায্য করা।

৩২। সমবায় আন্দোলন ও গ্রামীণ শিল্পের উন্নয়ন ও উৎসাহ প্রদান।

৩৩। বাড়তি খাদ্য উৎপাদনের ব্যবস্থা গ্রহণ।

৩৪। গবাদিপশুর খোয়াড় নিয়ন্ত্রণ ও রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করা।

৩৫। প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্রের ব্যবস্থা করা।

৩৬। ইউনিয়নের বাসিন্দাদের নিরাপত্তা, আরাম-আয়েশ বা সুযোগ সুবিধার জন্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ।

৩৭। ই-গভর্নেন্স চালু ও উৎসাহিতকরণ

৩৮। ইউনিয়ন পরিষদের মত সদৃশ কাজে নিয়োজিত অন্যান্য সংস্থার সাথে সহযোগিতা সম্প্রসারণ।

৩৯। সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে আরোপিত দায়িত্বাবলী পালন।